তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?

ছবি
কনক শশী

eklavya

BANGLA

তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?

বাল গতিবিধি কার্যক্রম, পালিয়া পিপরিয়া, হোসেঙ্গাবাদ
দ্বারা রূপান্তরিত কাহিনী

অনুবাদ শুদ্ধ ব্যানার্জী

ছবি কনক শশী

eklavya

তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?

TUMI KI AMAR DIMTA DEKHECHHO?

কাহিনী: বাল গতিবিধি কার্যক্রম, পালিয়া পিপরিয়া, হোসেঙ্গাবাদ দ্বারা রূপান্তরিত কাহিনী
অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী
ছবি: কনক শশী
সম্পাদনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন

একলব্য দ্বারা হিন্দিতে প্রকাশিত 'तुमने मेरा अण्डा तो नहीं देखा?' কাহিনীর বাংলা অনুবাদ।

একলব্য ফাউন্ডেশন, মে 2026

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস 4.0 ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে। এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
মুল লেখক, চিত্রশিল্পী, প্রকাশকের নাম উল্লেখ করে, পরিবর্তনের বিশদ স্পষ্ট করে জানিয়ে, অনুরূপ লাইসেন্সের অধীনে কোন অপেশাদার উদ্দেশ্যে এই বইয়ের কপি করা, বিতরণ করা ও নাট্যরূপ দেওয়া বৈধ। এ ব্যতীত অন্য কোন কারণে প্রকাশকের মাধ্যমে লেখক ও চিত্রশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

প্রথম সংস্করণ: মে 2026
কাগজ: 100 gsm ম্যাপলিথ ও 220 gsm পেপার বোর্ড (প্রচ্ছদ)
ISBN: 978-93-7612-300-1
মুল্য: ₹ 35.00

টাটা ট্রাস্টস-এর 'পরাগ ইনিশিয়েটিভ'-এর (Parag initiative of Tata Trusts) আর্থিক সহায়তায় নির্মিত।

প্রকাশক:
একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)
জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,
ভোপাল – 462026 (মপ্র)
ফোন: +91 755 297 7770-71-72
www.eklavya.in

সম্পাদনা:
ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং – 302, কালিপার্ক,
রাজারহাট, 24 পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ,
কলকাতা – 700136
ফোন: +91 99039 05510
bhabook.f@gmail.com

প্রেস: আর কে সেকিউপ্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ভোপাল; ফোন: +91 755 268 7589

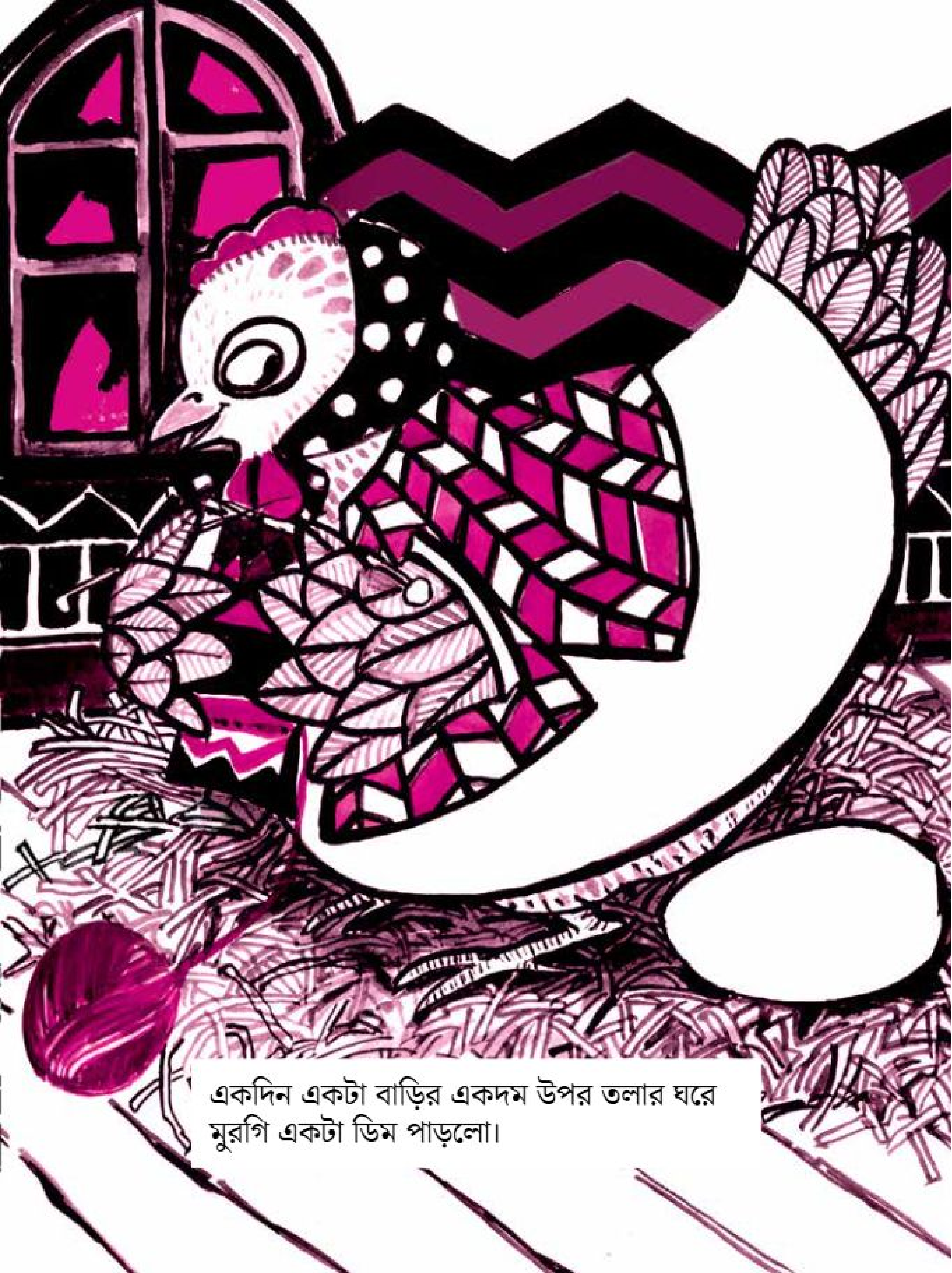

একদিন একটা বাড়ির একদম উপর তলার ঘরে
মুরগি একটা ডিম পাড়লো।

কিন্তু ডিমটা সিঁড়ি দিয়ে
গড়িয়ে পড়ে গেলো।

“হায়, হায়! আমার ডিমটা বুঝি হারিয়ে গেলো,” মুরগি মনে মনে ভাবলো।

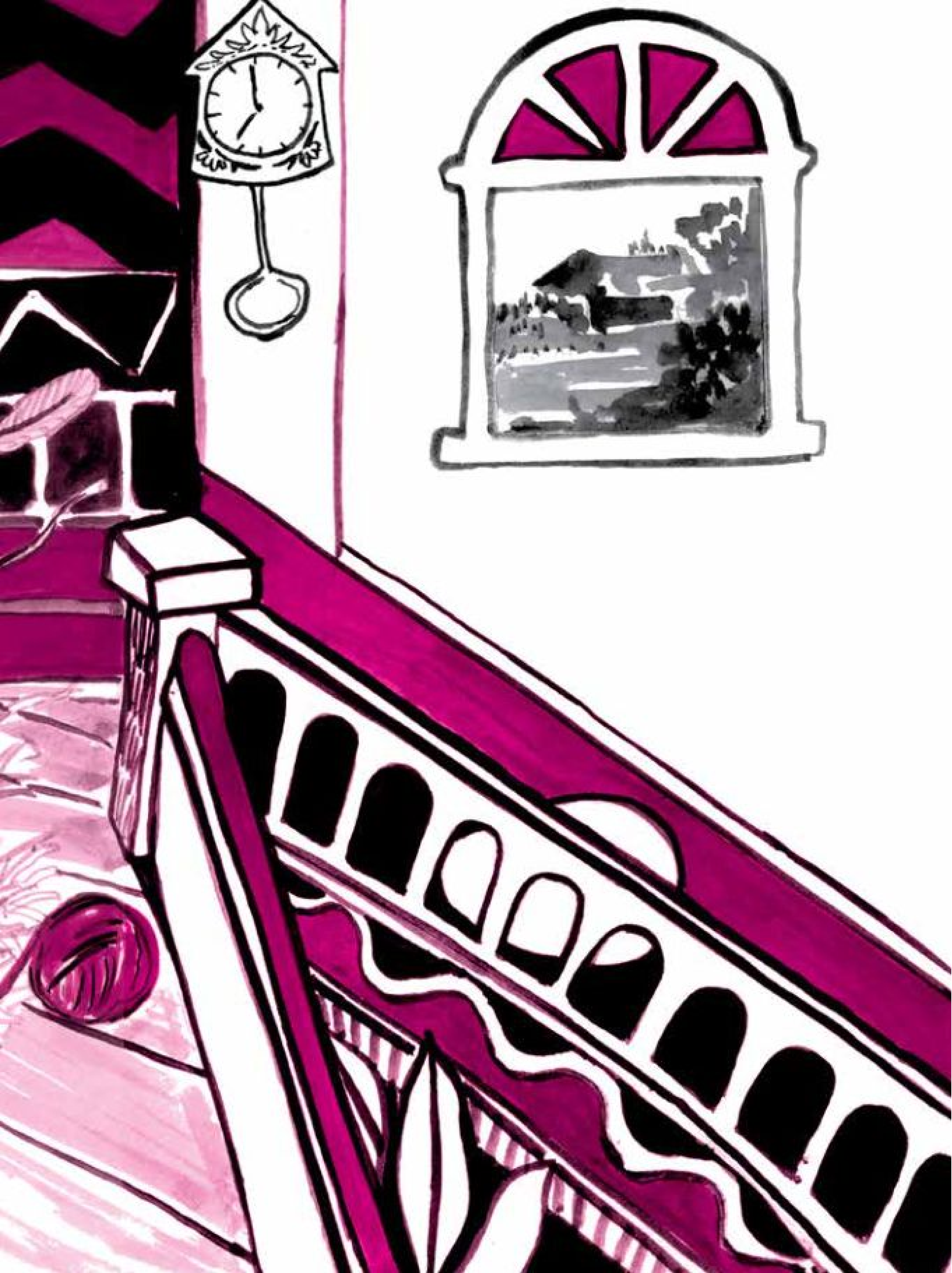

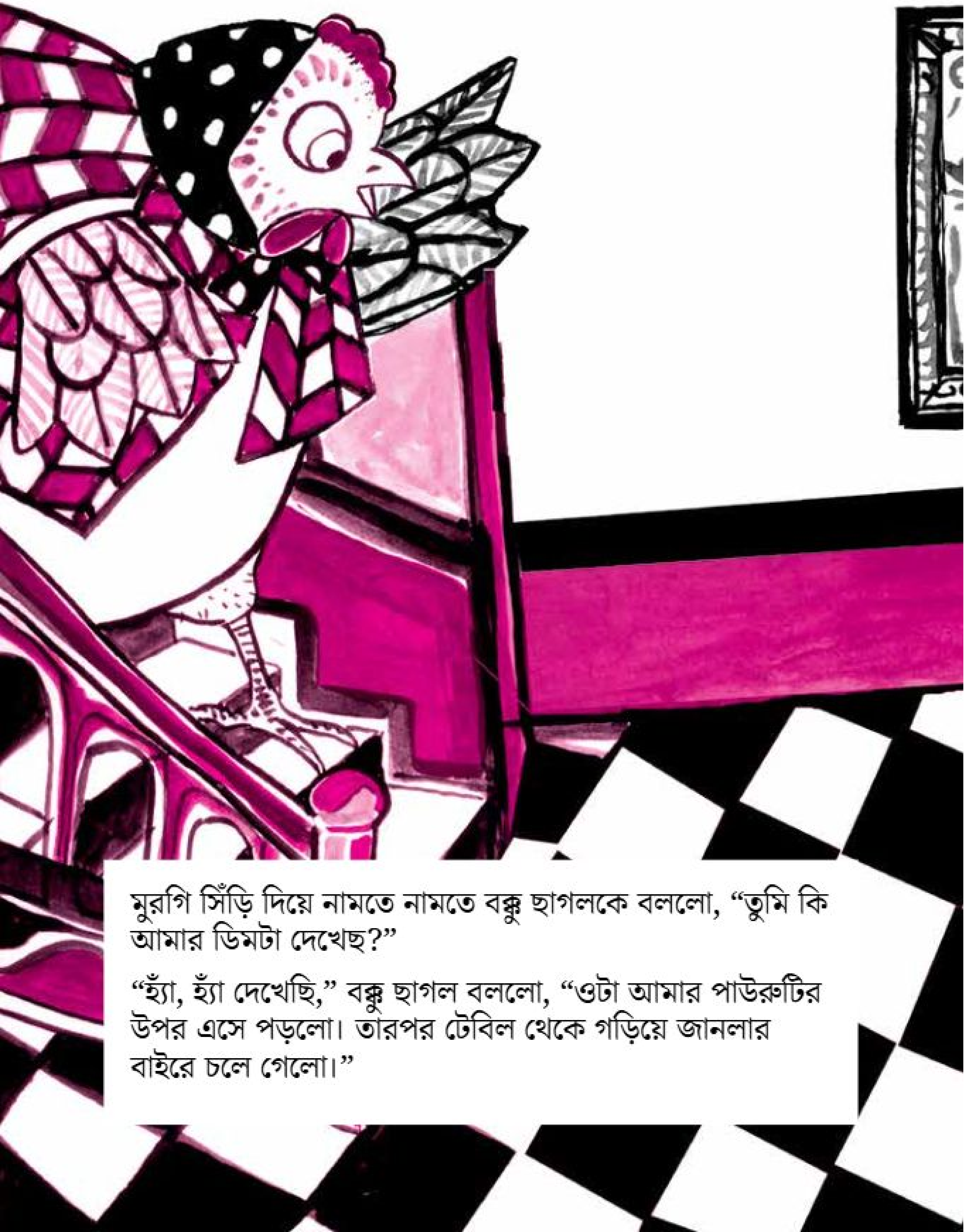

মুরগি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বক্কু ছাগলকে বললো, "তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি," বক্কু ছাগল বললো, "ওটা আমার পাউরুটির উপর এসে পড়লো। তারপর টেবিল থেকে গড়িয়ে জানলার বাইরে চলে গেলো।"

“তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?” মুরগি পাখির কাছে জানতে চাইলো।

“হ্যাঁ দেখেছি,” পাখি বললো, “ওটা নালি বেয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে।”

মুরগি দৌড়ে বাইরে এসে বড়কু শুয়োরকে বললো,
“তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?”

"হ্যাঁ, ডিমটা আমার মাথার উপর এসে পড়লো," বড়কু বললো, "তারপর আমার লেজ বেয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে গেলো।"

মুরগি দৌড়ে উঠোনে এলো।

“তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?” হাঁসকে প্রশ্ন করলো সে।

“হ্যাঁ, আমি দেখেছি, গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে
গেলো তো!” হাঁস বললো।

মুরগি উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেলো। সেখানে ছোট্ট খরগোশ ডিমে রঙ করছিল।

“তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?” মুরগি তাকে জিগ্যেস করলো।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেখেছি,” ছোট্ট খরগোশ বললো, “একটা ছোটো, সুন্দর ডিম ওই কাঠের গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে।”

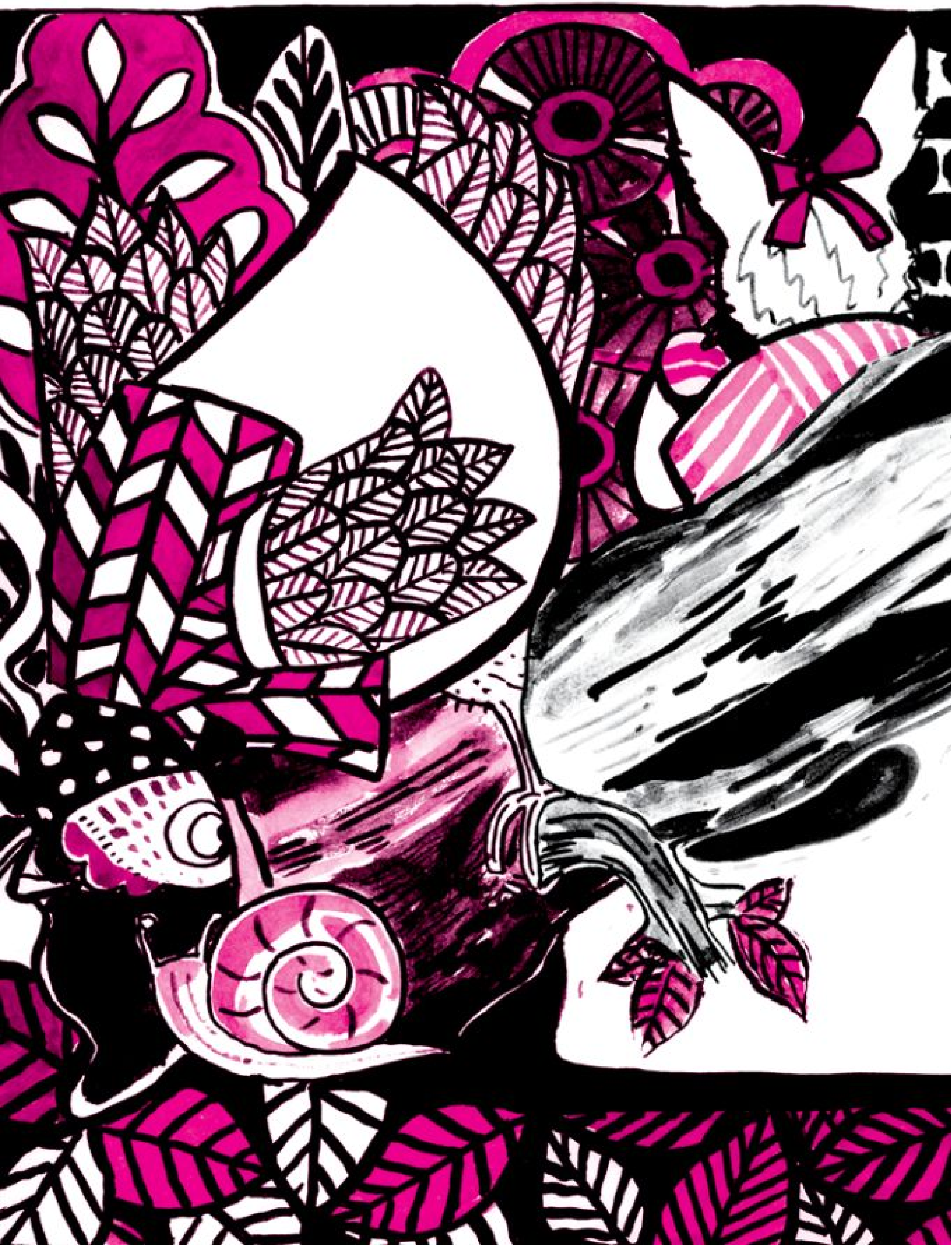

মুরগি কাঠের পাটাতনের চারদিক দেখলো। আর যেই তার ডিমটাকে দেখতে পেলো সে, অমনি একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে কান্না জুড়ে দিলো।

“হায়, হায়, হায়,” মুরগি কাঁদতে থাকে, “আমার ডিম হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে গো...।”

আর ঠিক তখনই...

একটা ইঁদুর গর্তের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বললো,
“মুরগি, তোমার ডিমটা পাওয়া গেছে...

...কিন্তু ওটার কী যেন হয়েছে। ওটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তবে ভালো ভাবে দেখলে বুঝতে পারবে যে...

এখন তোমার কাছে একটা ছোট্ট সুন্দর ছানা রয়েছে।”

মুরগি এই শুনে তো ভারী খুশি। ওর ডিম গেছে, কিন্তু ছানা এসেছে।

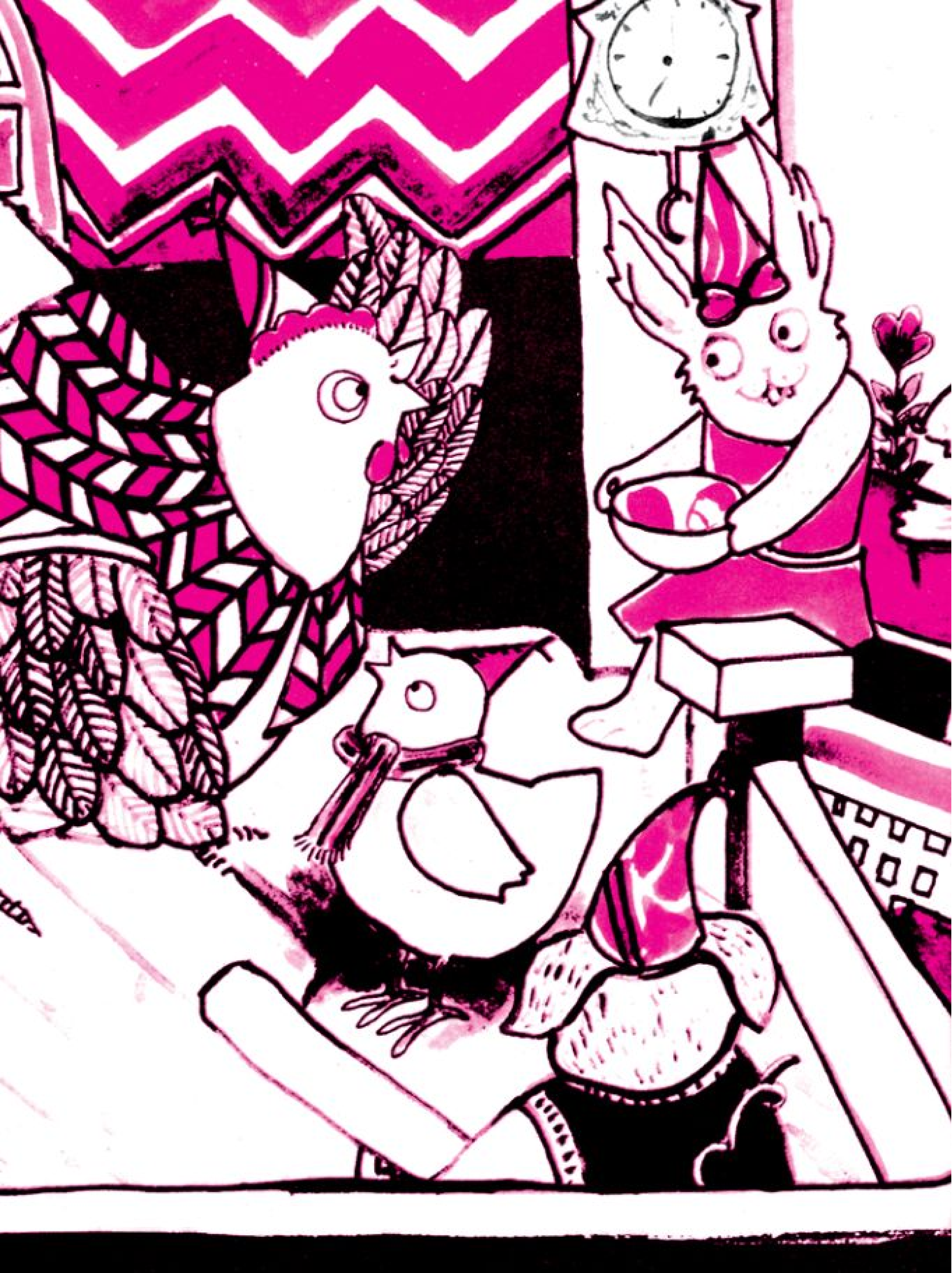

“রাম রাম আম্মা!” ছোট মুরগির ছানা বলে উঠলো।

মুরগির সে কথা শুনে দারুণ আনন্দ হলো। তোমাদেরও নিশ্চয় খুব ভালো লেগেছে?

একলব্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যা গত অনেক বছর ধরে শিক্ষা ও জনবিজ্ঞান ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে।

একলব্যের প্রধান লক্ষ্য এমন এক শিক্ষার বিকাশ ঘটানো, যা শিশু ও তার পরিবেশের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং যা খেলাধুলা, কার্যক্রম ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। একলব্য তার কাজের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে, যদি শিশুদের স্কুলের সময়ের পর বাড়িতেও সৃজনশীল কার্যকলাপের উপকরণ পাওয়া যায়, তাহলে তাদের স্কুলের শিক্ষা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে। বই ও পত্র-পত্রিকা এই ধরনের উপকরণের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ।

গত কয়েক বছরে একলব্য তার কাজের পরিসর প্রকাশনা ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছে। একলব্যের নিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে মাসিক শিশু-বিজ্ঞান পত্রিকা ‘চকমক’, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফিচার ‘স্রোত’, এবং শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা ‘সন্দর্ভ’।

শিক্ষা, জনবিজ্ঞান এবং শিশুদের সৃজনশীল কার্যকলাপের পাশাপাশি, উন্নয়নের বিস্তৃত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী একলব্য তৈরি ও প্রকাশ করে।

সদ্য পড়তে শেখা শিশুদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে একলব্য বেশ কয়েকটি চিত্রকাহিনি প্রকাশ করেছে। এই বইগুলি মারাঠি, গুজরাটি, বুন্দেলি, বাংলা, ছত্তিসগড়ি, মালভি, গোণ্ডি ও কোরকুর মত ১৫টি ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়।এই ধারাবাহিকতায়, এই বই “তুমি কি আমার ডিমটা দেখেছ?” প্রকাশ করা হলো।

চিত্রকাহিনী কেন?

যে সব শিশু সদ্য পড়তে শিখছে বা অল্পদিন হলো পড়া শিখেছে, তারা তাদের এই নতুন দক্ষতাকে বারবার ব্যবহার করতে চায়। তাই তাদের অনেক গল্পের প্রয়োজন হয়, এমন গল্প, যা পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

এই গল্পগুলোতে সাধারণত কমসংখ্যক চরিত্র থাকে। তারা কোনো নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় বা নতুন কোনো প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকে। গল্পে কিছু শব্দ বা বাক্য বারবার আসতে পারে, আবার নতুন কিছু ঘটনাও যোগ হতে পারে। পড়তে শেখার প্রথম ধাপে চিত্রকাহিনী শিশুদের জন্য এই সুযোগ তৈরি করে দেয়।

চিত্রকাহিনীতে অনেক ছবি থাকা উচিত, আর সেই ছবিগুলো যেন আকর্ষণীয় ও সূক্ষ্ম বর্ণনায় ভরা হয়। ছবির ভেতরে খোঁজার, রঙ করার, খেলবার সুযোগও থাকতে পারে। পাশাপাশি প্রতিটি পাতায় এক বা দুটি সহজ বাক্য থাকবে, যা ছবির ভাবকে সম্পূর্ণ করবে।

এভাবে পড়তে পড়তে শিশুরা নিজেরাই পুরো গল্পের অর্থ বুঝে নিতে পারে।

দাম: ₹ 35.00

parag

eklavya

9789376123001